অভিব্যক্তি

সম্পাদনায় : মনোজ মাইতি এবং ননীগোপাল দাস

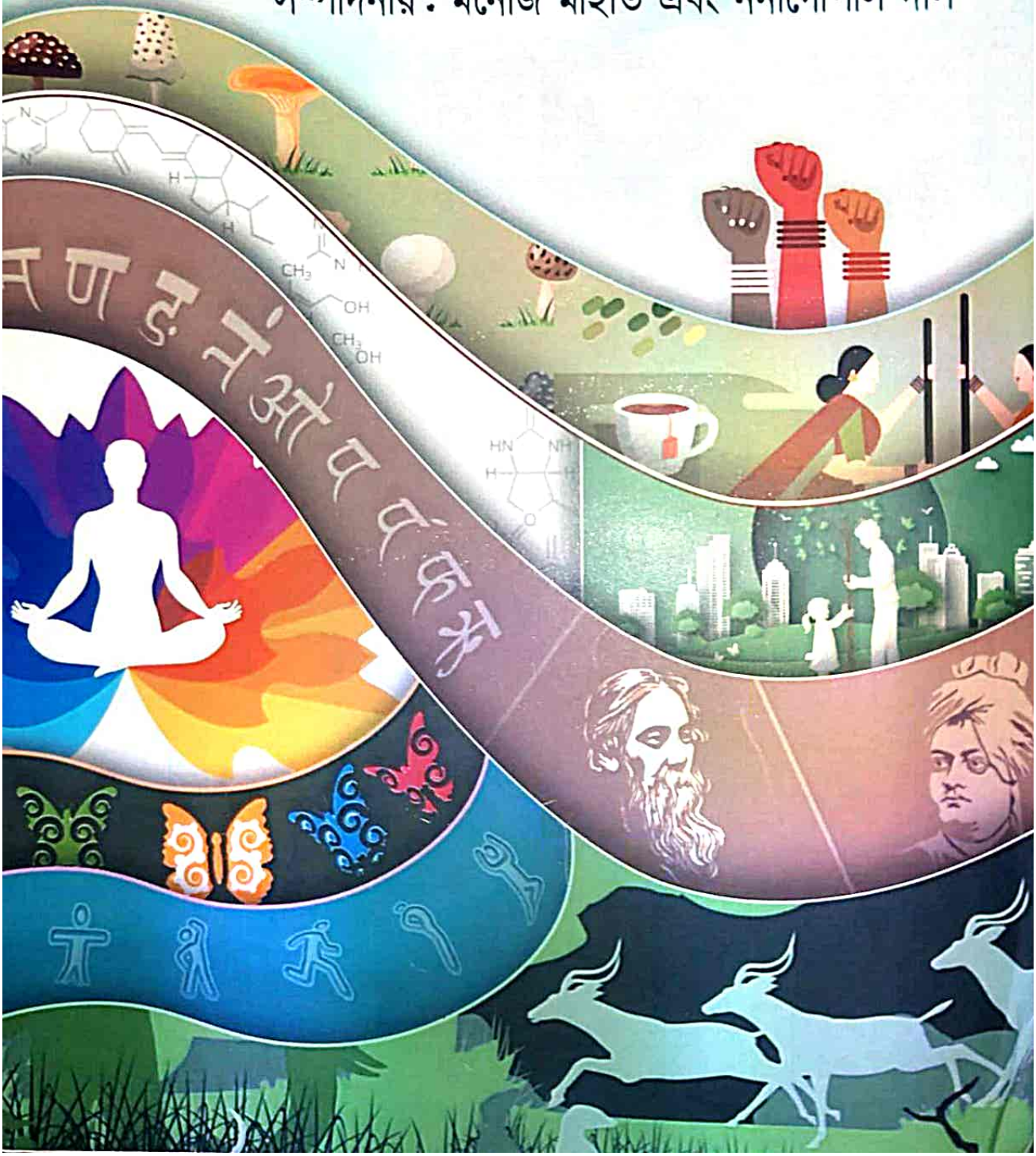

Placenta Publication

Bagula College Para, Bagula, Nadia, pin-741502
Email: placentapublication@gmail.com
Website: www.placenta.in

Acceptance Letter

Date: 09.04.2022

To

Mr. Jagannath Maikap

State Aided College Teacher, Department of Sanskrit

Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

Mugberia, Bhupatinagar, Purba Medinipur, 721425, W.B..

Respected Author,

We are pleased to inform you that your article entitled **"Sanskrita Bhasar Gourab,Bastabik upalabdhi"** has been accepted by our reviewers for publication in the forthcoming book. The title of the book is **'Abhibyakti'** bearing the **ISBN No. 9789394271296.**

Thank you for your contribution to the book.

Nanigopal Das

Nanigopal Das

Editor, Abhibyakti (Edited Book)

Monoj Maiti

Monoj Maiti

Editor, Abhibyakti (Edited Book)

সংস্কৃত ভাষার গৌরব, বাস্তবতা ও উপলব্ধি

জগন্নাথ মেইকাপ

সংস্কৃত ভাষা একটি অতি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা। এই ভাষা বহুকাল ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। এই ভাষাই বারেবারে ভারতীয় সংস্কৃতিকে অমৃতস্বাদ প্রদান করে চলেছে। সংস্কৃত হল একটি এতিহাসিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পবিত্র দেবভাষা। ভারতীয় ভাষাসমূহের জননী স্বরুপ এই ভাষার শিক্ষা শুরু হয়েছিল আজ থেকে সুদীর্ঘকাল আগে। প্রাচীনকালে বৈদিকযুগে ও ব্রাহ্মন্যযুগে সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র-অধ্যয়ন ছিল শিক্ষার প্রধানঅঙ্গ। ব্রাহ্মন্য ধর্মের গ্রন্থাদি সংস্কৃতে রচিত হওয়ার ব্রাহ্মন্য শিক্ষায় সংস্কৃতের জ্ঞান ছিল অপরিহার্য। বৌদ্ধযুগে প্রথম অবস্থায় মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকায় আঞ্চলিক ভাষাসমূহ সমৃদ্ধ হয়। যখন বৌদ্ধ শিক্ষায় সংস্কৃত গৃহীত হয়,তখন মহাযান বৌদ্ধ দার্শনিকদের রচনায় সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র-গুলির মধ্যে প্রাচীনতম তক্ষশীলা। সংস্কৃত বৈয়াকরন পাণিনি, অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য এবং বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক 'জীবক' তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন। তা থেকেই সেই যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার স্থানের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়-

"সংস্কৃতে সংস্কৃতির্জ্ঞেয়া সংস্কৃতে সকলাঃ কলাঃ
সংস্কৃতে সকলং জ্ঞানং সংস্কৃতে কিন্ন বিদ্যতে"।।

১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব স্বীকার করে Kothari Commission এর রিপোর্ট এ বলা হয় – "we would, instead, commend an emphasis on the study of Sanskrit and other classical Language in all linguistics and the establishment of advanced centres of study in these Languges in some of our important universities."

মম্মটভট্ট বলেছেন- "কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিতয়োপদেশযুজে" মম্মটভট্টের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ, অমঙ্গল, দূরীকরন, সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের উপভোগ এবং মধুর উপায়ে নীতিশিক্ষা। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন- we are convinced that is a language is to be learned, it

should be study so as to use it effectively and with correctness in written or spoken form."

বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত ভাষা হল 'সংস্কৃত' যা বহু ভাষার জনক। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল ভারতীয় সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যকে ধরে রাখা নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল ভারতীয় সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যকে বাঁচানো। ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম অনুচ্ছেদে বর্নিত সংস্কৃত হল এই মহান পটভূমির বৃহত্তম জাহাজ, যা কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর ধরে নিরন্তর রচনা করে চলেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত তবে এতে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রায় তিন কোটি পান্ডুলিপি রয়েছে। হিন্দি, বাংলা, অসমিয়া, মারাঠি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, নেপালি প্রভৃতি ভাষা এর থেকে বিবর্তিত হয়েছে। দক্ষিন ভারতের তেলেগু, কন্নড় ও মালায়ালামের ও সংস্কৃতের সাথে গভীর সংযোগ রয়েছে। বাবাসাহেব আম্বেদকর বিশ্বাস করেছিলেন যে সংস্কৃত ভাষাগত ঐক্যের সূত্রে পুরো ভারতকে আবদ্ধ করতে সক্ষম হবে। সংস্কৃত আমাদের প্রাচীন শিকড়গুলির সাথে যেমন সংযুক্ত করে তেমনই অন্যদিকে এতে সমসাময়িক এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন গুলিও উপলব্ধি করার সম্ভবনা রয়েছে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "বহুধাবিভক্ত ভারত ছোটো ছোটো রাজ্যে কেবলই কাড়াকাড়ি হানাহানি করেছে, সাধারন শত্রু যখন দ্বারে এসেছে সকলে এক হয়ে বিদেশীর আক্রমন ঠেকাতে পারেনি। এই শোচনীয় আত্মবিচ্ছেদ ও বর্হিবিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাত্র ঐক্যের মহাকর্ষশক্তি ছিল, যে তার সংস্কৃত ভাষা"। [১৪]

ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা হলো সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই যুগের পর যুগ ভারতীয় সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক পরম্পরা প্রবহমান রয়েছে। সেইসঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগে যুগে যেমন পরিবেশের পরবর্তন হচ্ছে, তেমনি মানুষের জীবিকা, দৃষ্টিভঙ্গী, খাদ্যাভ্যাস, বেশভূষা ইত্যাদি সবকিছুই নিত্যনতুন হয়ে উঠেছে। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে মানুষের জীবনধারা যেমন ছিল, রামায়ন মহাভারতের কালে কিন্তু তেমন ছিল না, আবার পৌরানিকযুগে পূর্বাপেক্ষা ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে, সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে অর্বাচীনকালেও প্রতিনিয়ত প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। মানবমনের পশুভাব দূরীকরন করে দেবভাবের উদ্রেক ঘটানো। আহার-নিদ্রাদি জৈবপ্রক্রিয়া মানুষ ও পশু উভয়েই সমানভাবে সাধন করে। ধর্মই মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং কেবলমাত্র এই ধর্মবোধ অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধই মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করে। এই ধর্মের শিক্ষা আমরা

আশৈশব শ্রুতি, স্মৃতি, পুরান, মহানব্যক্তিদের রচিত গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে অর্জন করি। কোনটা নিন্দিত কর্ম আর কোনটা বিহিত কর্ম তা গুরুর মুখ থেকে শুনে জীবনে চলার পথে এগিয়ে যাই। -'ধর্মান্ন প্রমদিতব্যয়','সত্যান্ন প্রমদিত্যন্য', 'মাতৃদেবো ভব', 'পিতৃদেবো ভব', 'আচার্যদেবো ভব', 'অতিথিদেবো ভব' ইত্যাদি উপদেশবাক্য সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থেই নিহিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, রামায়ন মহাকাব্যে রামচন্দ্রের আদর্শ অনুকরনীয় রাবনের আদর্শ নয় আবার মহাভারত মহাকাব্যে যুধিষ্ঠিরাদির আচরন শিক্ষনীয়, দুর্যোধনাদির আচরন নয়, এসব শিক্ষা সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হতেই জানতে পারি, সংস্কৃত প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র সমূহের অনুশীলনের ফলেই মানুষের বুদ্ধি নির্মল হয় এবং প্রকৃত জীবনতত্ত্বও মানুষ উপলব্ধি করতে পারে।

সংস্কৃত আকর গ্রন্থসমূহ যেমন মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক শিক্ষা, নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের অবগত করায় ঠিক তেমনি আমাদের এই প্রাচীন দেশের অমূল্য সংস্কৃতি ও এই সংস্কৃত ভাষা লিপিবদ্ধ হয়েছে। কুলপরিচয় ব্যতীত যেমন কোন মানুষ শোভা পায় না। তেমনই বর্তমান সময়ে আর্যভাষা ভাষীরাও সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানহীন হয়ে শোভা পায় না মানব ইতিহাসের সম্যক অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিহায। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পন্ডিত Wintern itz বলেছেন – "If we wish to learn to understand the beginning of our own culture,if we wish to understand the oldest Indo– European Culture, we must go to India where the oldest literature of an Indo – European people is preserved." অনেকের ভ্রান্ত ধারনা আছে যে, সংস্কৃত ভাষায় কেবল ধর্মগ্রন্থই রচিত হয়েছে এবং সেগুলি আমাদের উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কার ও অন্যান্য নানাবিধ পূজাপার্বনেই কার্যকর হয় কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা নয়, ভাষা হল ভাব প্রকাশের মাধ্যম। তাই বর্তমানকালে যেমন ইংরেজি ভাষার নানা প্রকার বিষয় লিপিবদ্ধ হয়, ঠিক তেমনই প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষাকে মাধ্যম করে বহু বিষয় যেমন আর্য়ুবেদশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, নৃত্যশাস্ত্র, রন্ধনশাস্ত্র, ভোজনশাস্ত্র, অঙ্কনশাস্ত্র, মনস্ততত্ত্বশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, গনিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, ঔষধবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি প্রায়োগিক বিষয়সমূহ রচিত হয়েছিল যা সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের স্বাক্ষরবাহী। তাই সমগ্র ভারতবাসীর কাছে সংস্কৃত ভাষা হলো সুসংস্কারযুক্ত সাংস্কৃতিকী ভাষা এবং ভারতবাসীর আত্মস্বরূপ। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছিল- "ভারতবর্ষের চিরকালের যে আত্মা, তার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষা"।

ভারতবর্ষের সংহতিরক্ষার উপায় সর্বভারতীয় শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন তথা এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতিদান আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেশের প্রতি নাগরিকদের মমত্ববোধ যদি অকৃত্রিম হয় এবং আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়, তাহলে দেশের সংহতি কখনো কারোর দ্বারাই ব্যাহত হয় না- "একাজ সংস্কৃত ভাষান্তর্গত সুসংস্কারের মাধ্যমেই সাধন করা সম্ভব"। শরীরের সঙ্গে রক্তকনিকায়, তিলের সঙ্গে তৈলধারার এবং দুধের সঙ্গে মধুরতার যে নিত্য সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও তদ্রুপ সম্বন্ধ। সংস্কৃত শিক্ষার হাত ধরেই মানব মনে 'পরোপচিকীর্ষা'; 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'; 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্' প্রভৃতি জীবনদর্শন জাগ্রত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার এই জাতীয় সংহতি রক্ষার সামর্থ্যকে অধিকার করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কে.এম.পনিক্কর মহোদয় মন্তব্য করোছেন – "The unity of India will Collapse if it ceases to be related to Sanskrit and breaks away from Sanskrit and Sanskrit Tradition."

পরিশেষে বলা হয় যে, সংস্কৃত ভারতীয় সংস্কৃতির মূল। এটিই আমাদের ঐক্যবন্ধনের কারন- ভারতবর্ষের যে ঐতিহ্য তা কিন্তু সংস্কৃতের অধীন। সংস্কৃতই আঞ্চলিক ভাষাগুলির প্রানস্বরূপ। সংস্কৃত ভাষারই অমৃতরসে ওই ভাষাগুলির সমৃদ্ধি ঘটেছে। হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত তীর্থে তীর্থে সংস্কৃতের উদাও মন্ত্র গীত হয়। সংস্কৃত ছাড়া ভারতীয়দের গৌরবাবহ অন্য কিছুই নাই। বিশ্ব সাহিত্য ভান্ডারে সংস্কৃতের সুধা ভান্ডই অমৃতের স্বাদ বিতরন করে চলেছে। ভগবান ব্রম্ভা আদি কবি বাল্মীকিকে আর্শীবাদ করেছিলেন যে, "যতদিন এই পৃথিবীতে পর্বত এবং নদী থাকবে ততদিন রামায়নের কথা লোকসমাজে প্রচারিত হতে থাকবে"। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কেও একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, যতদিন ভারতবর্ষ থাকবে, যতদিন বিন্ধ্য ও হিমাচল থাকবে এবং যতদিন গঙ্গা ও গোদাবরী নদী থাকবে,ততদিনই সংস্কৃত ভাষা পৃথিবী তে স্বমহিমায় বিরাজিতা থাকবে।

"অমৃতং মধুরং সম্যগ্
সংস্কৃতম্ হি ততোহধিকম্
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাৎ যাবৎ বিন্ধ্যহিমাচলৌ
যাবৎ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্"।

তথ্যসূত্রঃ

i) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস- দেবকুমার দাস।

ii) বি.এ সংস্কৃত নির্দেশিকা- বনবিহারী ঘোষাল।

iii) সংস্কৃত ভাষা শিক্ষনের পদ্ধতি ও প্রয়োগ- গীতা দাস ও নিবেদিতা চৌধুরী।

iv) সংস্কৃত শিক্ষনের সোপান- প্রসেনজিৎ ঘোষ ও গৌরাঙ্গ মুখার্জী।

v) সাম্প্রতিককালে সংস্কৃতশিক্ষা- নারায়ন।

vi) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস- ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।